সমকাল

23 APR 2016

বই ও মেধাস্বত্ব

আসিফ

আশির দশকের প্রথম দিকে বাল্যকাল কেটেছে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার তীরে। আমরা পড়ুয়া গোছের বন্ধুরা একটি সাহিত্য ক্লাব করেছিলাম। নৌ-প্রকৌশল শিক্ষালয় বিআইএমটি বা চলতি কথায় মেরিন ঘাট থেকে অপর পারে নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দরের পাঁচ নম্বর ঘাট পর্যন্ত মেরিনের নিজস্ব লঞ্চ চলাচল করত। ক্লাবের সদস্যদের দেওয়া চাঁদা নিয়ে প্রথম যেদিন অপেক্ষাকৃত বড়দের একটি দল নারায়ণগঞ্জে বই কিনতে গেল সেদিন কী আবেগ নিয়ে অপেক্ষা আমাদের। ওরা ফিরে এলো ১৫-২০ টাকায় পাওয়া অদ্ভুত সব বই কিনে। অল্প দামের কারণ সবই পুরনো বই। আলেক্সান্দর দুমার থ্রি মাসকেটিয়ার্স, টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার, রবার্ট লুই স্টিভেনশনের ট্রেজার আইল্যান্ড ও ড. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড, ভিক্টর হুগোর লা মিজারেবলের ছোট সংক্ষেপিত সংস্করণ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়, কুয়াশা ও মাসুদ রানা সিরিজসহ আরও অনেক বই। 'ভিজে বেড়াল' নামের একটি বই প্রথমেই একজন পড়ছে, অন্যেরা ঘিরে ধরে শুনছে– কী যে মধুর স্মৃতি। এক একটা বই এক একটা জগতে নিয়ে যায় আমাদের।

দিবস

আমাদের ইচ্ছা হচ্ছিল দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে, নাবিক হতে, পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে জানতে।

বিখ্যাত পরিব্রাজক থর হেয়ারডেল বলেছিলেন, বই হলো মানবজাতির পদচিহ্ন। অতীতে না থেকেও অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের পথ চলতে সহায়তা করে, সাহস জোগায়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে। আমাদের সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ-কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়।'

বইয়ের অনন্য ভূমিকার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তে প্রতি বছর ২৩ এপ্রিল 'বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরবর্তী ১০ বছর 'সবার জন্য বই' স্লোগানটিকে কার্যকর করার কর্মসূচি নিতে সব সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯৮২ সালে লন্ডনে আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা থেকে ১০ বছরের মধ্যে 'পড়ুয়া সমাজ' গঠনের প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর ১৯৯৫ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে সব দেশে 'বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস' পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিশ্বের লেখক, পাঠক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থ সংশ্লিষ্টদের জন্য একটি উৎসবের দিন।

২৩ এপ্রিল তারিখটি বিশ্বসাহিত্যের কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর স্মারক বলে ইউনেস্কো প্রতীকরূপে দিনটি নির্বাচন করেছে। অমর ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপিয়র এবং হিস্পানি লেখক ও ইতিহাসবিদ ইনকা গারসিলাসো দে লা ভেগার মৃত্যু একই বছর একই দিনে, ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল। স্পেনের 'ডন কুইকসোট'-খ্যাত সারভেনতিসের মৃত্যু সে বছরটিতেই একদিন আগে, ২২ এপ্রিল। 'লোলিটা'-খ্যাত ভ্লাদিমির নবোকভের জন্ম এই দিনটিতেই। ২৩ এপ্রিল জন্ম মরিস ড্রুন, হালডর কে লাক্সনেস এবং ম্যানুয়েল মেজিয়া ভেলেজোর মতো বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের। আর কোন দিনই বা হতে পারত বই দিবস?

বিশ্ব গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো মহাসচিব ইরিনা বকোভা এক বাণীতে বলেছেন, 'প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির যুগে কাগজে মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক বই বা ই-বুক চালু হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে তরুণ প্রজন্মকে মুক্তবিশ্বের অংশীদার করা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে একটি মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলা যাবে, যাতে শিশু-কিশোররা আনন্দময় গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগৎ আবিষ্কার করতে শেখে।'

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান আহরণের জন্য বহুমুখী পথ খুঁজে নিতে হয়। সার্বক্ষণিক জ্ঞানচর্চার সঙ্গী বই। ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বই পড়া কর্মসূচির মাধ্যমে পাঠক সৃষ্টিতে কাজ করছে। বাংলাদেশের অসংখ্য ছোট-বড় গণগ্রন্থাগার পাঠক সৃষ্টিতে কাজ করছে। আজ বিশ্ব বই ও মেধাস্বত্ব দিবসে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে বইকে সহজলভ্য করে তোলা এবং শিশু-কিশোরদের পাঠকে পরিণত করার প্রত্যয় আমাদের মধ্যে জেগে উঠুক।